শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্

শ্রীল কুলশেখর-সূরি-প্রণীতম্

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দ-দলায়তাক্ষং

কুন্দেন্দু-শঙ্খ-দশনং শিশুগোপ-বেশম্ ।

ইন্দ্রাদি-দেবগণ-বন্দিত-পাদপীঠং

বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেব-সূনুম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ- যাঁহার লোচনযুগল পদ্মদলের ন্যায় বিস্তৃত, দশনপংক্তি কুন্দ, চন্দ্র ও শঙ্খ-সদৃশ শুভ্র, যিনি গোপবালকের বেশধারী, ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার পাদপীঠ বন্দনা করেন, শ্রীবৃন্দাবন যাঁহার নিত্য নিকেতন, সেই বসুদেব-নন্দন শ্রীমুকুন্দকে আমি প্রণাম করি ॥ ১ ॥

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি

ভক্তপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠন-কোবিদেতি ।

নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে-

ত্যালাপিনং প্রতিপদং কুরু মাং মুকুন্দ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ- হে মুকুন্দ! লক্ষ্মীপতি, বরদায়ী, দয়াশীল, ভক্তজনপ্রিয়, জীবের জন্ম-মরণ-প্রবাহের নাশক, নাথ, নাগশায়িন্, জগন্নিবাস––এইরূপ প্রতিকথায় আলাপনকারী আমাকে কর, অর্থাৎ আমি যেন প্রতি কথাতেই তোমারই নাম কীর্তন করিতে পারি ॥ ২ ॥

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোহয়ং

জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপ।

জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো

জয়তু জয়তু পৃথ্বী-ভার-নাশো মুকুন্দঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ- এই দেবকীনন্দন দেব জয়যুক্ত হউন, এই যদুকুলোজ্জ্বলকারী শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন, এই নবজলধর-বপু ও কোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন এবং এই পৃথ্বীভারনাশক মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

মুকুন্দ! মূর্দ্ধা প্রণিপত্য যাচে,

ভবন্ত-মেকান্তমিয়ন্তমর্থম্।

অবিস্মৃতি-স্ত্বচ্চরণারবিন্দে,

ভবে ভবে মেহস্তু ভগবৎপ্রসাদাৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ- হে মুকুন্দ! আপনাকে অবনত মস্তকে প্রণিপাতপূর্বক ইহাই প্রার্থনা করিতেছি––আপনার অনুকম্পায় প্রতি জন্মে আমি যেন আপনার পাদপদ্ম বিস্মৃত না হই ॥ ৪ ॥

শ্রীগোবিন্দ-পদাম্ভোজ-মধুনো মহদদ্ভুতম্।

যৎপায়িনো ন মুহ্যন্তি মুহ্যন্তি যদপায়িনঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ- শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম-মধুর এমনই অদ্ভুত মহিমা, যাঁহারা উহা পান করেন, তাঁহারা বিষয়ে মুগ্ধ হন না, কিন্তু যাহারা উহার আস্বাদনে বিমুখ, তাহারাই সংসারে মত্ত (আবদ্ধ) হয় ॥৫॥

নাহং বন্দে তব চরণয়ো-র্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ

কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে! নারকং নাপনেতুম্।

রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রন্তুং,

ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ- হে হরে! সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বের অভাবের নিমিত্ত তোমার চরণযুগলের বন্দনা করি না, কিম্বা নারকীয় ভয়ঙ্কর কুম্ভীপাক নামক নরকভোগ দূর করিবার জন্যও নহে, অথবা নন্দনকাননে লতার ন্যায় কোমলাঙ্গী রমণীয় রমণীগণের সহিত আনন্দোপভোগের নিমিত্তও নহে, কিন্তু আমার হৃদয়-মন্দিরে

সর্ব্বদাই যেন তোমাকে ধ্যান করিতে পারি, এইজন্য তোমার পাদদ্বন্দ্বে প্রণাম করিতেছি ॥ ৬ ॥

নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে,

যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্! পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।

এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি,

ত্বৎপাদাম্ভোরুহ-যুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ- হে ভগবন্! আমার ধর্মে শ্রদ্ধা নাই, ধনসম্পদের বৃদ্ধিতেও ইচ্ছা নাই, কামোপভোগেও প্রবৃত্তি নাই, যাহা হইবার তাহা প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই হউক। কিন্তু আমার স্বাভিলষিত প্রার্থনা এই যে, জন্ম-জন্মান্তরে তোমার পাদপদ্মযুগলে (আমার) অচলা ভক্তি হউক ॥ ৭ ॥

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসঃ,

নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।

অবধীরিত-শারদারবিন্দৌ,

চরণৌ তে মরণেহপি চিন্তয়ামি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ- হে নরকারি! স্বর্গে, মর্ত্যে বা নরকে বাস করি না কেন, সর্ব্বত্রই যেন তোমার শরৎকালীন (সাধুজাত প্রস্ফুটিত) পদ্ম-বিনিন্দি চরণযুগলের আমরণ চিন্তা করিতে পারি ॥ ৮ ॥

সরসিজ-নয়নে সশঙ্খচক্রে,

মুরভিদি মা বিরমস্ব চিত্ত রন্তুম্।

সুখতরমপরং ন জাতু জানে,

হরিচরণ-স্মরণামৃতেন তুল্যম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ- হে মন! কমললোচন শঙ্খচক্রধারী মুর-বিনাশক ভগবান শ্রীকৃষ্ণে রমণ করিতে তুমি বিরত হইও না, যেহেতু শ্রীহরির চরণযুগলের স্মরণরূপ অমৃতের ন্যায় অপর কোন সুখতর বস্তু আছে বলিয়া আমি কখনও জানি না ॥ ৯ ॥

চিন্তয়ামি হরিমেব সন্ততং,

মন্দহাস-মুদিতাননাম্বুজম্।

নন্দগোপ-তনয়ং পরাৎপরং,

নারদাদি-মুনিবৃন্দ-বন্দিতম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ- মৃদুমন্দ হাস্যে যাঁহার বদনকমল প্রফুল্লিত হইয়াছে, যিনি নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক প্রণত, সেই পরাৎপর তত্ত্ব নন্দ-নন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বদা আমি চিন্তা করি ॥ ১০ ॥

করচরণ-সরোজে কান্তিমন্নেত্রমীনে,

শ্রমমুষি ভুজবীচি-ব্যাকুলেহগাধমার্গে।

হরিসরসি বিগাহ্যাপীয় তেজোজলৌঘং,

ভব-মরু-পরিখিন্নঃ ক্লেশমদ্য ত্যজামি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ- সংসার-মরুভূমিতে সর্ব্বভাবে খেদপ্রাপ্ত আমি, কর ও চরণযুগল যেখানে কমলের ন্যায় শোভমান, নেত্রদ্বয় যেখানে মৎস্য-সদৃশ, যাহা ক্লেশাপহারক, ভুজরূপ তরঙ্গসমূহের দ্বারা যাহা ব্যাকুল, সেই দুরধিগম পথবিশিষ্ট হরিরূপ সরোবরে অবগাহনপূর্বক তেজোরূপ জল পান করিয়া অদ্য (আমি) সকল ক্লেশ দূর করিব ॥ **১১** ॥

হে লোকাঃ! শৃণুত প্রসূতি-মরণ-ব্যাধে-শ্চিকিৎসামিমাং,

যোগজ্ঞাঃ সমুদাহরন্তি মুনয়ো যাং যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ।

অন্তর্জ্যোতি-রমেয়মেক-মমৃতং কৃষ্ণাখ্য-মামীয়তাং,

তৎপীতং পরমৌষধং বিতনুতে নির্ব্বাণ-মাত্যন্তিকম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ- হে জনগণ! জন্ম-মরণরূপ ব্যাধির এই চিকিৎসা (ঔষধ) শ্রবণ কর, যাহা যোগজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, অন্তরের প্রকাশরূপ অপরিমিত এক অমৃতরূপ শ্রীকৃষ্ণনাম পান কর। সেই শ্রীকৃষ্ণনামামৃতরূপ পরম ঔষধ পান করিলে আত্যন্তিক নির্ব্বাণ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১২ ॥

হে মর্ত্ত্যাঃ! পরমং হিতং শৃণুত বো বক্ষ্যামি সংক্ষেপতঃ,

সংসারার্ণব-মাপদূর্ম্মি-বহুলং সম্যক্ প্রবিশ্য স্থিতাঃ।

নানাজ্ঞানমপাস্য চেতসি নমো নারায়ণায়েত্যমুং,

মন্ত্রং সপ্রণবং প্রণাম-সহিতং প্রাবর্ত্তয়ধ্বং মুহুঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ- বিপদ্সঙ্কুল তরঙ্গবহুল সংসার-সাগরে সম্যক্রূপে প্রবিষ্ট হে মরণশীল মনুষ্যগণ! পরম হিতবাক্য শ্রবণ কর, তোমাদিগকে সংক্ষেপে আমি বলিতেছি——নানাপ্রকার জ্ঞান দূরে পরিত্যাগপূর্বক প্রণাম করতঃ প্রণবযুক্ত অর্থাৎ 'ওঁ নমো নারায়ণায়', এই মন্ত্র মনে মনে বারবার আবৃত্তি কর ॥ ১৩ ॥

মাভী-র্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনাঃ,

নৈবামী প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী ননু শ্রীধরঃ।

আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং,

লোকস্য ব্যসনাপনোদন-করো দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ? ১৪ ॥

অনুবাদ ঃ- হে আমার মন্দ মন! যমালয়ের নানাপ্রকার যাতনার কথা বহুকাল চিন্তা করিয়া ভয়ে ভীত হইও না। ঐ সকল পাপরূপ শত্রু আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ নহে, যেহেতু নিশ্চয় ভগবান শ্রীধর আমাদের স্বামী (রক্ষক)। অতএব আলস্য পরিহারপূর্ব্বক ভক্তির দ্বারা সুলভ শ্রীনারায়ণের ধ্যান করিতে থাক। সমস্ত জগতের দুঃখ অপনোদনকারী ভগবান কি নিজ দাসের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ নহেন? ॥ ১৪ ॥

ভব-জলধি-গতানাং দ্বন্দ্ব-বাতাহতানাং,

সুত-দুহিতৃ-কলত্র-ত্রাণভারার্দ্দিতানাম্।

বিষম-বিষয়-তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং,

ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতে নরানাম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ- সংসার-সমুদ্রে নিপতিত, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরূপ বায়ুর দ্বারা তাড়িত পুত্র, কন্যা, কলত্রাদির রক্ষণভারে প্রপীড়িত, ভয়ঙ্কর বিষয়রূপ জলে নিমজ্জিত, প্লবরহিত জনগণের পক্ষে কেবলমাত্র বিষ্ণুরূপ পোতই রক্ষক হউক ॥ ১৫ ॥

রজসি নিপতিতানাং মোহজালাবৃতানাং,

জনন-মরণ-দোলাদুর্গ-সংসর্গগানাম্।

শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং,

কুশল-পথ-নিযুক্ত-শ্চক্রপাণির্নরাণাম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ঃ- অহঙ্কারে নিপতিত, মোহরূপ জালে আবৃত, জন্ম ও মরণরূপ দোলায়মান দুর্গে অবরুদ্ধ, নিরাশ্রয়, নিপীড়িত নরগণের পক্ষে মঙ্গলপথের প্রবর্ত্তক চক্রপাণি শ্রীনারায়ণই একমাত্র আশ্রয় ॥ ১৬ ॥

অপরাধ-সহস্র-সঙ্কুলং, পতিতং ভীম-ভবার্ণবোদরে।

অগতিং শরণাগতং হরে! কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ ঃ- হে হরে! অগণিত অপরাধে পরিব্যাপ্ত, ভয়ঙ্কর সংসার-সাগরে নিপতিত ও নিরাশ্রয় আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি, কেবলমাত্র তোমার কৃপাগুণে আমাকে আত্মসাৎ কর ॥ ১৭ ॥

মা মে স্ত্রীত্বং মা চ মে স্যাৎ কুভাবো,

মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম।

মিথ্যাদৃষ্টি-র্মা চ মে স্যাৎ কদাচিৎ,

জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো ভবেয়ম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ ঃ- আমার স্ত্রীর ধর্ম না হউক, কুৎসিত ভাবও যেন না হয়, মূঢ়তা অথবা কুদেশে জন্ম যেন না হয়, আর কখনও যেন আমার মিথ্যাবিষয়ে দৃষ্টি না হয়, কিন্তু প্রতিজন্মে যেন আমি বিষ্ণুভক্ত হইতে পারি ॥ ১৮ ॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ,

বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতি-স্বভাবাৎ।

করোমি যদ্‌যদ্ সকলং পরস্মৈ,

নারায়ণায়েব সমর্পয়ামি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ঃ- কায়, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়বর্গ, বুদ্ধি, চিত্ত বা অহঙ্কার, কিম্বা অভ্যাসবশতঃ ব্রাহ্মণত্বাদি স্বভাবের দ্বারা আমি যাহা যাহা

করিতেছি, সমস্ত কিছুই পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণেই যেন সমর্পণ করিতে পারি ॥ ১৯ ॥

যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি, তৎ সর্ব্বং ন ময়া কৃতম্।

ত্বয়া কৃতং তু ফলভুক্, ত্বমেব মধুসূদন! ২০ ॥

অনুবাদ ঃ- হে মধুসূদন! আমি যাহা করিয়াছি এবং যাহা করিব, সেই সকল আমার দ্বারা করা হয় নাই, (আমি তোমার অধীন দাস বলিয়া) সেই সকল তোমার দ্বারাই কৃত হইয়াছে, অতএব তাহার ফলভোগ তুমিই কর ॥ ২০ ॥

ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং,

কথমহমিতি চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্।

সরসিজ-দৃশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা,

নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্যবশ্যম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ ঃ- হে মন! আমি দুস্তর অগাধ সংসার-সাগর কি প্রকারে পার হইব বলিয়া অধৈর্য্য (কাতর) হইও না, কারণ কমললোচন নরকারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে স্থিরপ্রাপ্ত তোমার কেবলা ভক্তিই তোমাকে অবশ্য পার করিবে ॥ ২১ ॥

তৃষ্ণাতোয়ে মদন-পবনোদ্ধৃত-মোহোর্ম্মি-মালে,

দারাবর্ত্তে তনয়-সহজ-গ্রাহ-সঙ্ঘাকুলে চ।

সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং নস্ত্রিধামন্!

পাদাম্ভোজে বরদ! ভবতো ভক্তিনাবং প্রযচ্ছ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ঃ- হে ত্রিলোকপতি! হে বরদ! যেখানে আশারূপ জল, মোহরূপ তরঙ্গসকল যেখানে কামরূপ বায়ুর দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, যেখানে পত্নীরূপ ঘূর্ণী, পুত্র ও ভ্রাতারূপ মকরাদির দ্বারা যাহা ব্যাকুলিত, এতাদৃশ সংসার নামক মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান আমাদের (উদ্ধারের নিমিত্ত) আপনার পাদপদ্মরূপ নৌকা প্রদান করুন (অর্থাৎ সংসারসমুদ্রে নিমজ্জমান আমাদিগকে আপনার চরণকমলে আশ্রয় দিন) ॥ ২২ ॥

পৃথ্বী রেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্গুঃ স্ফুলিঙ্গো লঘু-

স্তেজো নিঃশ্বসনং মরুত্তনুতরং রন্ধ্রং সুসূক্ষ্মং নভঃ।

ক্ষুদ্রা রুদ্র-পিতামহ-প্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ

দৃষ্টে যত্র স তারকো বিজয়তে শ্রীপাদ-ধূলীকণঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ঃ- হে ভগবান! আপনার সামনে ভূমণ্ডল অণুপরিমিত ধূলিকণার ন্যায়, সমুদ্রসকল এক কণসদৃশ, চন্দ্র, সূর্যাদির তেজঃ ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, শ্বাসোচ্ছ্বাস বায়ু অতিশয় সূক্ষ্ম, আকাশ ছিদ্রতুল্য, রুদ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি ক্ষুদ্র এবং সমস্ত দেবতাগণ কীটতুল্য হইয়া থাকে, এইরূপে সকলের উদ্ধারক আপনার শ্রীচরণের ধূলিকণা জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ২৩ ॥

নাথে নঃ পুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা,

সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি পরে নারায়ণে তিষ্ঠতি।

যং কঞ্চিৎ পুরুষাধমং কতিপয়-গ্রামেশমল্পার্থদং

সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূকা বরাকা বয়ম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ঃ- আমাদের প্রভু ত্রিভুবনাধিপতি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, যিনি মনে মনে সেবা করিলেও স্বীয় পদ (বৈকুণ্ঠ বা শ্রীচরণ) প্রদান করেন, সেই পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণ থাকিতে, সাধারণ কতকগুলি গ্রাম্যাধিপতি সামান্য বস্তুর দাতা পুরুষাধম মানুষকে সেবার জন্য অন্বেষণ করিতেছি, অহো আমরা কিরূপ দীন ও মূঢ়! ॥ ২৪ ॥

বদ্ধেনাঞ্জলিনা নতেন শিরসা গাত্রৈঃ সরোমোদ্গমৈঃ,

কণ্ঠেন স্বর-গদ্‌গদেন নয়নেনোদ্গীর্ণ-বাষ্পম্বুনা।

নিত্যং ত্বচ্চরণারবিন্দ-যুগল-ধ্যানামৃতাস্বাদিনা-

মস্মাকং সরসীরুহাক্ষ! সততং সম্পদ্যতাং জীবিতম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ- হে কমললোচন! কৃতাঞ্জলিপুটে অবনতমস্তকে পুলকিত-কলেবরে গদ্‌গদ-কণ্ঠে বাষ্পজল-ক্ষরিত নয়নের দ্বারা প্রতিক্ষণে তোমার পাদপদ্মদ্বয়ের ধ্যানামৃত আস্বাদনকারী

আমাদের জীবন প্রদান কর (অর্থাৎ আমরা যেন তোমাকে নিরন্তর ধ্যান করিতে পারি, উহাই আমাদের জীবন) ॥ ২৫ ॥

যৎ কৃষ্ণপ্রণিপতি-ধূলিধবলং তদ্‌বর্ষ্ম তদ্বৈ শির-

স্তে নেত্রে তমসোজ্‌ঝিতে সুরুচিরে যাভ্যাং হরি-র্দৃশ্যতে।

সা বুদ্ধি-বিমলেন্দু-শঙ্খধবলা যা মাধব-ধ্যায়িনী

সা জিহ্বাহমৃতবর্ষিণী প্রতিপদং যা স্তৌতি নারায়ণম্‌ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ ঃ- শ্রীকৃষ্ণের প্রণামের দ্বারা যাহা ধূলিধবলিত, সেই দেহই দেহ এবং সেই মস্তকই সার্থক মস্তক। যে নেত্রদ্বয়ের দ্বারা শ্রীহরির দর্শন করা হয়, তাহাই তমোগুণ-বর্জিত সুন্দর নয়নযুগল। যাহা শ্রীমাধবকে ধ্যান করে, সেই বুদ্ধিই চন্দ্র ও শঙ্খের ন্যায় স্বচ্ছ। যাহা প্রতিক্ষণে শ্রীনারায়ণের স্তব করে, সেই জিহ্বাই অমৃতবর্ষিণী ॥ ২৬ ॥

জিহ্বে কীর্ত্তয় কেশবং মুররিপুং চেতো ভজ শ্রীধরং

পাণিদ্বন্দ্ব সমর্চ্চয়াচ্যুতকথাঃ শোত্রদ্বয় ত্বং শৃণু।

কৃষ্ণং লোকয় লোচনদ্বয় হরের্গচ্ছাঙ্‌ঘ্রিযুগ্মালয়ং

জিঘ্র ঘ্রাণ মুকুন্দ-পাদ-তুলসীং মূর্দ্ধন্নমাধোক্ষজম্‌ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ ঃ- হে আমার জিহ্বে! তুমি কেশবের কীর্তন কর, মন! তুমি মুরারির ভজনা কর, হস্তদ্বয়! তুমি শ্রীধরের অর্চ্চনা কর,

কর্ণদ্বয়! তুমি অচ্যুতের কথা শ্রবণ কর, নেত্রদ্বয়! তুমি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন কর, পাদযুগল! তুমি শ্রীহরির মন্দিরে গমন কর, নাসিকে! তুমি মুকুন্দের চরণতুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ কর, হে মস্তক! তুমি অধোক্ষজকে প্রণাম কর। (এইভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীগোবিন্দ-সেবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন) ॥ ২৭ ॥

আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং বেদব্রতান্যন্বহং,

মেদশ্ছেদ-ফলানি পূর্ত্তবিধয়ঃ সর্ব্বে হুতং ভস্মানি।

তীর্থনামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ-

দ্বন্দ্বাম্ভোরুহ-সংস্মৃতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ঃ- যাঁহার পাদপদ্মদ্বয়ের স্মরণ ব্যতিরেকে বেদাভ্যাস অরণ্যে রোদনের ন্যায় ব্যর্থ, বেদোক্ত ব্রতসকলের অনুষ্ঠান শরীরের কর্ত্তন সদৃশ, কাম্য কর্মসমূহ ভস্মে আহুতি প্রদানের ন্যায় নিষ্ফল এবং তীর্থাদিতে স্নান হস্তী-স্নানের ন্যায় নিরর্থক হয়, সেই শ্রীনারায়ণদেব জয়যুক্ত হউন (অর্থাৎ হরিস্মৃতি ব্যতীত জ্ঞান ও কর্মাদি স্বতন্ত্ররূপে কোন সুফল প্রদানে সমর্থ নহে, অতএব ভক্তিভরে সেই নারায়ণেরই স্মরণ কর) ॥ ২৮ ॥

মদন পরিহর স্থিতিং মদীয়ে,

মনসি মুকুন্দপদারবিন্দ-ধাম্নি।

হরনয়ন-কৃশানুনা কৃশোঽসি,

স্মরসি ন চক্রপরাক্রমং মুরারেঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ ঃ- হে কামদেব! মুকুন্দের চরণকমলের গৃহরূপ আমার মনে তোমার অবস্থানের ইচ্ছা পরিত্যাগ কর, কারণ একেই তুমি মহাদেবের নয়নবহ্নিতে কৃশ হইয়াছ, তাহাতে মুরারির সুদর্শন-চক্রের পরাক্রম কি স্মরণ করিতেছ না? ॥ ২৯ ॥

নাথে ধাতরি ভোগি-ভোগশয়নে নারায়ণে মাধবে,

দেবে দেবকীনন্দনে সুরবরে চক্রায়ুধে শার্ঙ্গিণি।

লীলাশেষ-জগৎপ্রপঞ্চ-জঠরে বিশ্বেশ্বরে শ্রীধরে,

গোবিন্দে কুরু চিত্তবৃত্তিমচলামন্যৈস্তু কিং বর্ত্তনৈঃ? ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ- যিনি সর্ব্বরক্ষক, বিধাতা, অনন্তশায়ী, নারায়ণ, মাধব, ক্রীড়াশীল, দেবকীনন্দন, সুরশ্রেষ্ঠ, সুদর্শনধারী, শার্ঙ্গী, লীলাবসানে সমগ্র জগৎ যাঁহার জঠরে প্রবিষ্ট হয়, যিনি বিশ্বের ঈশ্বর, শ্রীধর, সেই শ্রীগোবিন্দে চিত্তবৃত্তি স্থির কর, তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ের চিন্তার কি প্রয়োজন ॥ ৩০ ॥

মা দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতো ভক্তিহীনান্ পদাব্জে,

মা শ্রৌষং শ্রাব্যবন্ধং তব চরিতমপাস্যান্যদাখ্যানজাতম্।

মা স্মার্ষং মাধব ত্বামপি ভুবনপতে চেতসাহপহ্নুবানান্,

মা ভূবং ত্বৎসপর্য্যা-ব্যতিকর-রহিতো জন্মজন্মান্তরেহপি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ ঃ- হে মাধব! হে ত্রিলোকপতি! আপনার পাদপদ্মে ভক্তিহীন ক্ষীণপুণ্য জনগণকে ক্ষণকালের জন্যও যেন আমি দর্শন না করি। তোমার চরিত্র পরিত্যাগপূর্বক অপর কথাযুক্ত সুন্দর চরিতাবলিও যেন আমি শ্রবণ না করি। আপনার অবজ্ঞাকারী জনকে মনের দ্বারাও যেন কখন স্মরণ না করি। তোমার পূজার অঙ্গসকল হইতে রহিত হইয়া জন্ম-জন্মান্তরেও যেন না থাকি ॥ ৩১ ॥

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে!

মৎপ্রার্থনীয়-মদনুগ্রহ এষ এব।

ত্বদ্‌ভৃত্যভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্যভৃত্য-

ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ ঃ- হে মধুকৈটভারে! আমার জন্মধারণের এই ফলই আমার কাম্য এবং ইহাই আমার প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে যদি তুমি, হে লোকনাথ! তোমার ভক্তজনের সেবকগণেরও দাসানুদাস বলিয়া আমাকে মনে কর ॥ ৩২ ॥

তত্ত্বং ব্রুবাণানিপরং পরস্তা-

ন্মধু ক্ষরন্তীব মুদাবহানি।

প্রাবর্ত্তয় প্রাঞ্জলিরস্মি জিহ্বে,

নামানি নারায়ণ-গোচরাণি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ ঃ- হে আমার জিহ্বে! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে অনুনয় করিতেছি––যাহা পরাৎপর তত্ত্ব ও মধুক্ষরণের ন্যায় আনন্দপ্রদ, সেই নারায়ণ-সম্বন্ধীয় নামসকল বারবার উচ্চারণ করিতে থাক ॥ ৩৩ ॥

নমামি নারায়ণ-পাদপঙ্কজং,

করোমি নারায়ণ-পূজনং সদা।

বদামি নারায়ণ-নাম নির্ম্মলং,

স্মরামি নারায়ণ-তত্ত্বমব্যয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ ঃ- আমি যেন শ্রীনারায়ণের চরণকমলে নমস্কার করি, সর্বদা নারায়ণের পূজা করি, নারায়ণের নির্মল নাম বলি এবং অব্যয় নারায়ণ-তত্ত্বের স্মরণ করি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীনাথ নারায়ণ বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রিয় চক্রপাণে।

শ্রীপদ্মনাভাচ্যুত কৈটভারে, শ্রীরাম পদ্মাক্ষ হরে মুরারে ॥ ৩৫ ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।

বক্তুং সমর্থোহপি ন বক্তি কশ্চিদহো জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ ঃ- শ্রীনাথ, নারায়ণ, বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তপ্রিয়, চক্রপাণি, শ্রীপদ্মনাভ, অচ্যুত, কৈটভারি, শ্রীরাম, পদ্মলোচন, হরি, মুরারি, অনন্ত, বৈকুণ্ঠ, মুকুন্দ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব−−ইত্যাদি ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলেও যে কোন জন বলে না, ইহাই আশ্চর্য্য, এইহেতু জনগণের কাম, ক্রোধাদি ব্যসনে প্রবৃত্তি হয় ॥ ৩৫-৩৬ ॥

ভক্তাপায়-ভুজঙ্গ-গারুড়মণি-স্ত্রৈলোক্য-রক্ষামণি-

র্গোপীলোচন-চাতকাম্বুদমণিঃ সৌন্দর্য্যমুদ্রামণিঃ।

যঃ কান্তামণি-রুক্মিণী-ঘনকুচদ্বন্দ্বৈক-ভূষামণিঃ,

শ্রেয়ো দেবশিখামণি-র্দিশতু নো গোপালচূড়ামণিঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ ঃ- যাহা ভক্তগণের পাপরূপ সর্পের বিনাশনে গারুড়-মন্ত্ররূপ শ্রেষ্ঠ ঔষধস্বরূপ, ত্রিভুবনের রক্ষামণি, গোপীগণের লোচনরূপ চাতকের শ্রেষ্ঠ জলবিন্দু, সুন্দরতার শ্রেষ্ঠ মুদ্রা; পত্নীশ্রেষ্ঠা রুক্মিণীদেবীর স্তনদ্বয়ের ভূষণরূপ, দেবশ্রেষ্ঠ গোপালচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কল্যাণবিধান করুন ॥ ৩৭ ॥

শত্রুচ্ছেদৈকমন্ত্রং সকলমুপনিষদ্-বাক্য-সম্পূজ্যমন্ত্রং,

সংসারোচ্ছেদ-মন্ত্রং সমুপচিত-তমঃসঙ্ঘ-নির্যাণমন্ত্রম্।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈকমন্ত্রং ব্যসনভুজগ-সন্দষ্ট-সন্ত্রাণমন্ত্রং,

জিহ্বে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রং জপ জপ সততং জন্মসাফল্য-মন্ত্রম্ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ ঃ- হে আমার জিহ্বে! তুমি নিরন্তর বারবার শ্রীকৃষ্ণ নামক মন্ত্র জপ করিতে থাক, যে মন্ত্র কামাদি শত্রুগণের বিনাশক, সম্পূর্ণ উপনিষদ বাক্যের দ্বারা সম্পূজিত, সংসারের উচ্ছেদক, প্রগাঢ় অন্ধকারসমূহের দূরীকারক, সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য-প্রাপক, ব্যসনরূপ সর্পের দ্বারা সন্দষ্ট ব্যক্তির পরিত্রায়ক ও জন্মের সাফল্যকারক ॥ ৩৮ ॥

ব্যামোহ-প্রশমৌষধং মুনিমনেবৃত্তি-প্রবৃত্তৌষধং,

দৈত্যেন্দ্রার্ত্তিকরৌষধং ত্রিভুবনে সঞ্জীবনৈকৌষধম্ ।

ভক্তাত্যন্ত-হিতৌষধং ভবভয়-প্রধ্বংসনৈকৌষধং

শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তিকরৌষধং পিব মনঃ শ্রীকৃষ্ণ-দিব্যৌষধম্ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ ঃ- হে আমার মন! যাহা মোহ, ভ্রমাদি প্রশমনের ঔষধরূপ, মুনিমানসের দুর্বল প্রবৃত্তি নিবারণের ঔষধ, দৈত্যপতির কষ্টপ্রদায়ক ঔষধ, ত্রিভুবনে অজর অমর করিবার ঔষধ, ভক্তগণের অত্যন্ত হিতকারী ঔষধ, সংসারের ভয়নাশক ঔষধ, যথার্থ মঙ্গল লাভের ঔষধ, সেই শ্রীকৃষ্ণ নামক দিব্যৌষধি পান কর ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ! ত্বদীয়-পদপঙ্কজ-পঞ্জরান্ত-

রদ্যৈব মে বিশতু মানস-রাজহংসঃ ।

প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ

কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ- হে কৃষ্ণ! আমার মনোরূপ রাজহংস অদ্যই তোমার পাদপদ্মরূপ পিঞ্জরে প্রবিষ্ট হউক, কারণ প্রাণ-বিয়োগকালে কফ, বাত ও পিত্তের দ্বারা কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইলে, কিপ্রকারে তোমার স্মরণ হইবে? ৪০ ॥

চেতশ্চিন্তয় কীর্ত্তয়স্ব রসনে নম্রীভব ত্বং শিরো,

হস্তাবঞ্জলি-সম্পুটং রচয়তং বন্দস্ব দীর্ঘং বপুঃ।

আত্মন্ সংশ্রয় পুণ্ডরীকনয়নং নাগাচলেন্দ্র-স্থিতং

ধন্যং পুণ্যতমং তদেব পরমং দৈবং হি সৎসিদ্ধয়ে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ ঃ- হে আমার মন! গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে অবস্থিত কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা কর, হে জিহ্বা! তাঁহারই নাম, গুণাবলী কীর্তন কর, হে আমার মস্তক! তুমি ঐ শ্রীচরণে অবনত হও, হে করযুগল! অঞ্জলি বদ্ধ কর, দীর্ঘ শরীর! সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম কর, হে আমার আত্মা! তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ কর, জীবের মঙ্গল লাভের নিমিত্ত তাহাই ধন্য, পুণ্যতম ও পরম দৈবত ॥ ৪১ ॥

শৃন্বন্ জনার্দ্দন-কথা-গুণ-কীর্তনানি,

দেহে ন যস্য পুলকোদ্গম-রোমরাজিঃ।

নোৎপদ্যতে নয়নয়ো-বিমলাম্বুমালা,

ধিক্ তস্য জীবিতমহো পুরুষাধমস্য ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ ঃ- জনার্দ্দনের নাম, গুণ ও কীর্তন শ্রবণ করিয়া যাহার দেহে পুলক (কম্পন) ও রোমাবলির উদ্‌গম না হয় এবং নয়নযুগল হইতে নির্মল জলধারা (প্রেমাশ্রু) বহির্গত না হয়, অহো! সেই পুরুষাধমের জীবনেই ধিক্ ॥ ৪২ ॥

অন্ধস্য মে হৃত-বিবেক-মহাধনস্য,

চৌরেঃ প্রভো! বলিভিরিন্দ্রিয়-নামধেয়ৈঃ।

মোহান্ধকূপ-কুহরে বিনিপাতিতস্য,

দেবেশ! দেহি কৃপণস্য করাবলম্বম্ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ ঃ- হে প্রভো! হে দেবেশ! বলবান্ ইন্দ্রিয় নামক চৌরগণ আমার বিবেকরূপ মহাধন অপহরণ করিয়া আমাকে মোহরূপ অন্ধকারকূপে নিক্ষেপ করিয়াছে, আমি অন্ধ ও নিরাশ্রয়, আমাকে হাতে ধরিয়া উত্তোলন কর ॥ ৪৩ ॥

ইদং শরীরং পরিণাম-পেশলং,

পতত্যবশ্যং শতসন্ধি-জর্জরম্।

কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে!

নিরাময়ং কৃষ্ণ-রসায়নং পিব ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ ঃ- নিরন্তর ক্ষয়শীল, শিথিল শত অস্থির দ্বারা জর্জরিত, এই পাঞ্চভৌতিক দেহ একদিন অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। ইহার ঔষধ জিজ্ঞাসা করিতেছ? হে মূর্খ দুর্বুদ্ধে! ইহার নিরাময়ের একটিই ঔষধ--'কৃষ্ণ-রসায়ন' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-নামরূপ রসায়ন পান কর ॥ ৪৪ ॥

আশ্চর্য্যমেতৎ হি মনুষ্যলোকে,

সুধাং পরিত্যজ্য বিষং পিবন্তি।

নামানি নারায়ণ-গোচরাণি,

ত্যক্ত্বান্যবাচঃ কুহকাঃ পঠন্তি ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ- নরলোকের ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষ পান করে। কপটিগণই শ্রীনারায়ণের (অমৃততুল্য) নাম পরিত্যাগ করিয়া, (বিষতুল্য) অন্য বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

ত্যজন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে, নিন্দন্তু গুরবো জনাঃ।

তথাপি পরমানন্দো, গোবিন্দো মম জীবনম্ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ ঃ- সমস্ত আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগই করুন, কিম্বা গুরুজনগণ নিন্দাই করুন, তথাপি পরমানন্দস্বরূপ শ্রীগোবিন্দই আমার প্রাণকোটি প্রিয়তম ॥ ৪৬ ॥

সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধ বাহু-

র্যো যো মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দনেতি।

জীবো জপত্যনুদিনং মরণে রণে বা,

পাষাণ-কাষ্ঠ-সদৃশায় দদাত্যভীষ্টম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ ঃ- হে মানবগণ! আমি স্বয়ং ঊর্ধ্ববাহু হইয়া এই সত্য কথা ঘোষণা করিতেছি--যে কোন জীব, হে মুকুন্দ! হে নারায়ণ! হে জানার্দ্দন--এইরূপ নাম প্রতিদিন, অথবা মরণকালে, কিম্বা যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্চারণ করে, সেই জন পাষাণ ও কাষ্ঠতুল্য কঠিনচিত্ত ব্যক্তিকেও তাহার অভিলষিত বস্তু (যে কৃষ্ণপ্রেম তাহা) প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

নারায়ণায় নম ইত্যমুমেব মন্ত্রং,

সংসার-ঘোরবিষ-নির্হরণায় নিত্যম্।

শৃন্বন্তু ভব্যমতয়ো যতয়োহনুরাগা-

দুচ্চৈস্তরামুপদিশাম্যহমূর্দ্ধবাহুঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ ঃ- হে কুশলমতি জনগণ! আমি উর্দ্ধবাহু হইয়া অনুরাগভরে অতি উচ্চস্বরে উপদেশ করিতেছি--জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহরূপ ভয়ঙ্কর বিষের বিনাশের নিমিত্ত 'নারায়ণায় নমঃ'--এই মন্ত্রই আপনারা নিত্য শ্রবণ করুন ॥ ৪৮ ॥

চিত্তং নৈব নিবর্ত্ততে ক্ষণমপি শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজাৎ,

নিন্দন্তু প্রিয়বান্ধবা গুরুজনা গৃহ্নন্তু মুঞ্চন্তু বা।

দুর্বাদং পরিঘোষয়ন্তু মনুজা বংশে কলঙ্কোঽস্তু বা,

তাদৃক্-প্রেমধরানুরাগমধুনা মত্তায় মানং তু মে ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ ঃ- শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল হইতে আমার মন ক্ষণকালের জন্যও নিবর্ত্তিত হইতেছে না, ইহাতে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবগণ নিন্দাই করুন, কিম্বা গুরুজনগণ গ্রহণ বা ত্যাগ করুন, লোকে নিন্দা রটনা করুক, অথবা বংশে কলঙ্কই হউক, কিন্তু তাদৃশ প্রেমোত্থ অনুরাগই সম্প্রতি মত্ত আমার সম্মান-প্রদায়ক ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণং রক্ষতু নো জগত্ত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণং নমধ্বং সদা,

কৃষ্ণেনাখিলশত্রবো বিনিহতাঃ কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ।

কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণস্য দাসোঽস্ম্যহং,

কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলং হে কৃষ্ণ! রক্ষস্ব মাম্ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ ঃ- ত্রিভুবনের গুরু শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন, সর্বদা সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম কর। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছেন; সেই প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই এই জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, আমি শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। এই নিখিল বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থিত, হে কৃষ্ণ! আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫০ ॥

হে গোপালক! হে কৃপাজলনিধে! হে সিন্ধুকন্যাপতে!

হে কংসান্তক! হে গজেন্দ্র-করুণাপারীণ! হে মাধব!।

হে রামানুজ! হে জগৎত্রয়গুরো! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! মাং

হে গোপীজননাথ! পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ ঃ- হে গোপালনশীল, হে দয়াসাগর, হে লক্ষ্মীপতে, হে কংস-বিনাশক, হে গজেন্দ্রের প্রতি করুণাবিস্তারে পারঙ্গম, হে মাধব, হে রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ, হে ত্রিভুবনের গুরু, হে গোপীজন-বল্লভ! আমাকে রক্ষা কর, তোমাকে ছাড়া অপর কাহাকেও আমি জানি না ॥ ৫১ ॥

দারা বারাকর-বরসুতা তে তনূজো বিরিঞ্চিঃ,

স্তোতা বেদস্তব সুরগণো ভৃত্যবর্গঃ প্রসাদঃ।

মুক্তি-র্মায়া জগদবিকলং তাবকী দেবকী তে,

মাতা মিত্রং বলরিপুসুত-স্তৎ ত্বদন্যং ন জানে ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ ঃ- হে ভগবন্! লক্ষ্মীদেবী আপনার পত্নী, ব্রহ্মা আপনার পুত্র, বেদসকল আপনার স্তোতা, দেবগণ আপনার দাস, মুক্তিই আপনার কৃপা, এই নশ্বর জগৎ আপনার মায়া, দেবকী দেবী আপনার মাতা, ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন আপনার সখা, অতএব আপনাকে ছাড়া অপর কাহাকেও আমি জানি না ॥ ৫২ ॥

প্রণামমীশস্য শিরঃফলং বিদু-,

স্তদর্চ্চনং পাণিফলং দিবৌকসঃ।

মনঃফলং তদ্গুণতত্ত্ব-চিন্তনং,

বাচঃফলং তদ্গুণ-কীর্ত্তনং বুধাঃ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ ঃ- সুরলোকবাসী বিজ্ঞজন ঈশ্বর শ্রীনারায়ণের প্রণাম মস্তকে ধারণের ফল, সেইরূপ তাঁহার অর্চনা হস্ত লাভের ফল, তাঁহার গুণতত্ত্বের চিন্তন মনের ফল এবং তাঁহার গুণ-কীর্তন বাক্যের ফল ॥ ৫৩ ॥

শ্রীমন্নাম প্রোচ্য নারায়ণাখ্যং,

কে ন প্রাপু-র্বাঞ্ছিতং পাপিনোঽপি।

হা নঃ পূর্ব্বং বাক্ প্রবৃত্তা ন তস্মিন্,

তেন প্রাপ্তং গর্ভবাসাদি-দুঃখম্ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ ঃ- শ্রীনারায়ণের নাম উচ্চারণ করিয়া কোন্ পাপী জনও বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে নাই? হায়! আমাদের বাক্য প্রথম হইতে সেই নারায়ণের নাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় নাই, এইহেতু আমরা জন্ম-মরণাদি দুঃখ ভোগ করিতেছি ॥ ৫৪ ॥

ধ্যায়ন্তি যে বিষ্ণুমনন্তমব্যয়ম্,

হৃৎপদ্মমধ্যে সততং ব্যবস্থিতম্ ।

সমাহিতানাং সততাভয়প্রদং,

তে যান্তি সিদ্ধিং পরমাং তু বৈষ্ণবীম্ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ ঃ- যাঁহারা নিজ হৃদয়কমলে আশ্রিত পুরুষগণের সতত অভয়প্রদ, অপরিচ্ছিন্ন, অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুকে বিশেষরূপে স্থাপন করিয়া নিরন্তর ধ্যান করেন, তাঁহারাও সর্বোৎকৃষ্টা বৈষ্ণবী সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥

ত্বৎ ত্বং প্রসীদ ভগবন্! কুরু ময্যনাথে,

বিষ্ণো! কৃপাং পরমকারুণিকঃ খলু ত্বম্ ।

সংসারসাগর-নিমগ্নমনন্ত! দীন-

মুদ্ধর্ত্তুমর্হসি হরে! পুরুষোত্তমোহসি ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ ঃ- হে বিষ্ণু! তুমি নিশ্চয়ই পরম কারুণিক, এইহেতু তুমি প্রসন্ন হও, নিরাশ্রয় আমার প্রতি দয়া কর। হে হরে! তুমি

পুরুষগণের মধ্যে উত্তম, হে অন্তহীন সর্ব্বব্যাপী ভগবন্! সংসারসাগরে নিমজ্জমান দীন আমাকে উদ্ধার কর ॥ ৫৬ ॥

ক্ষীরসাগর-তরঙ্গ-শিকরা-

সার-তারকিত-চারুমূর্ত্তয়ে।

ভোগিভাগ-শয়নীয়-শায়িনে,

মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ ঃ- যাঁহার শ্রীমূর্তি ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গসমূহের শুভ্রকণিকার দ্বারা তারকাযুক্তের ন্যায় মনোহর, যিনি অনন্ত নাগের শরীররূপ শয্যাতে শায়িত, যিনি মধু নামক দৈত্যের শত্রু, সেই লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণকে নমস্কার করি ॥ ৫৭ ॥

অলমলমলমেকা প্রাণিনাং পাতকানাং,

নিরসন-বিষয়ে যা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বাণী।

যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা,

করতল-কলিতা সা মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ ঃ- হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ!——এইরূপ একটিমাত্র বাক্যই প্রাণিগণের পাপরাশির বিনাশনে যথেষ্ট, যথেষ্ট, যথেষ্ট। তাহাতে যদি মুকুন্দে প্রেমপূর্ণা ভক্তির উদয় হয়, তবে মোক্ষ তাহার করতলে মিলিত হয় ॥ ৫৮ ॥

যস্য প্রিয়ৌ শ্রুতিধরৌ কবিলোকবীরৌ,

মিত্রে দ্বিজন্মবর-পদ্মশরা-বভূতাম্।

তেনাম্বুজাক্ষ-চরণাম্বুজ-ষট্পদেন,

রাজ্ঞা কৃতা কৃতিরিয়ং কুলশেখরেণ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ ঃ- যে কুলশেখর স্বামীজির প্রিয় বেদজ্ঞ কবিসমাজে অগ্রগণ্য 'দ্বিজন্মবর' এবং 'পদ্মশ্বর' নামক দুইজন মিত্র ছিলেন, কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের ভ্রমররূপী সেই রাজা শ্রীকুলশেখর স্বামীজি কর্তৃক এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥

মুকুন্দমালাং পঠতাং নরাণা-

মশেষসৌখ্যং লভতে ন কঃ স্বিৎ।

সমস্তপাপক্ষয়মেত্য দেহী,

প্রযাতি বিষ্ণোঃ পরমং পদং তৎ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ ঃ- এই মুকুন্দমালা স্তোত্র পঠনকারী মনুষ্যগণের অশেষ সুখপরম্পরা কি লাভ হয় না? ইহার পাঠে জীবমাত্রই সমস্ত পাপক্ষালনপূর্বক শ্রীবিষ্ণুর পরম পদে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

ইতি রাজা কুলশেখর কর্তৃক বিরচিত শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥